

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সূর্যবংশী রাজ্য পদ প্রাপ্ত করার জন্য নিজস্ব সবকিছু বাবাকে অর্পণ করো ,  
সূর্যবংশী রাজ্য পদ অর্থাৎ এয়ারকন্ডিশন টিকিট "

প্রশ্ন :-- এই দুনিয়ায় তোমাদের বাচ্চাদের থেকে অধিক ভাগ্যবান কেউই নয় এবং কেন ?

উত্তর --: তোমাদের বাচ্চাদের সম্মুখে বেহদের বাবা শিববাবা আছেন । ওঁনার দ্বারা তোমাদের বেহদের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হচ্ছে । তুমি এই সময়ে বেহদের বাবা , শিক্ষক আর সদগুরু হয়ে গিয়ে ওঁনার দ্বারা বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করছো । বিশ্ববাসীরা ওঁনাকে জানেই না তো তোমার মতন ভাগ্যবান কি করে হবে ।

গীত :-- বড়ই ভাগ্যবান.....

ওম শান্তি । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের তারপরে দৈবী সম্প্রদায়ের পরিনত হবো । বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন , যখন বেহদের বাবা সম্মুখে আছেন আর ওনার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে । বাকী আর কি প্রাপ্ত করার থাকে ! ভক্তি মার্গ কবে থেকে চলছে , এইসব কারোর জানা নেই । ভক্তিমার্গধারী ভক্তরা ঈশ্বরকে অথবা ব্রাইডস-ব্রাইডগ্রুম (বর-কনেকে) স্মরণ করে । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে , ওঁনাকে কেউই চেনে না । এমন কোথাও দেখেছো কি যে সজনী সাজনকে চেনে না । নইলে স্মরণ কিভাবে করবে। ভগবান তো হলেন সকলের বাবা । বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে , কিন্তু বিনা পরিচয়ে স্মরণ করা সব ব্যর্থ হয়ে যায় , এই কারণে স্মরণ করেও কোনো লাভ হয় না । স্মরণ করেও কেউই মূল লক্ষ্যকে(এইম অবজেক্টকে) প্রাপ্ত করতে পারে না । ভগবান কে, ওঁনার দ্বারা কি প্রাপ্ত হবে , কিছুই জানে না । এতো সব ধর্ম ক্রাইস্ট , বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম স্থাপনকারীদের তাদের অনুসরণকারীরা স্মরণ করে কিন্তু তাদের স্মরণ করে আমাদের কি প্রাপ্তি হয় , কিছুই জানে না । এইসব দ্বারা তো শারীরিক পড়াশোনা ভালো হয় । মূল লক্ষ্য (এইম অবজেক্ট) তো বুদ্ধিতে থাকে, তাই না! বাবার দ্বারা কি প্রাপ্ত হয় ? শিক্ষক দ্বারা আর গুরুর দ্বারা কি প্রাপ্ত হবে ? এইসব আর কেউই বুঝবে না । তুমি এখানে বাবার , আবার শিক্ষকের , আবার সদগুরুর হও । বাবা আর শিক্ষকের থেকে গুরু উচ্চ হয় । এবার তোমাদের বাচ্চাদের নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা বাবার হয়েছি, বাবা আমাদের পাঁচ হাজার পূর্বের মতন এসে স্বর্গের মালিক বানান অথবা শান্তিধামের মালিক করেন। বাবা বলেন আদরের বাচ্চারা তোমরা আমার থেকে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করবে তো ! সকলে বলে হ্যাঁ , বাবা কেন প্রাপ্ত করবো না । আচ্ছা ! চন্দ্রবংশী রামের পদ প্রাপ্ত করতে রাজী হবে? তোমার কি দরকার ? বাবা উপহার এনেছেন । তুমি সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে না চন্দ্রবংশী সীতাকে ? তুমি নিজের চেহারা তো দেখো । শ্রী নারায়ণকে অথবা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে ? বিনা যোগ্য পরিনত হয়ে বরণ কিভাবে করবে ? এবার বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আমাদের , হবহ কল্প পূর্বে যেমন বুঝিয়েছিলেন । আবার বাবা বোঝাচ্ছেন , আবার তুমি এসে অধিকার প্রাপ্ত করছো । তোমার মূল লক্ষ্যই হল বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত করা । প্রথম গ্রেড হল সূর্যবংশী রাজ্য পদ আর দ্বিতীয় গ্রেড হলো চন্দ্রবংশী । যেমন এয়ারকন্ডিশন ফার্স্টক্লাস , সেকেন্ড ক্লাস হয় , তাই না । তাই সত্যযুগের পুরো রাজধানীকে এয়ারকন্ডিশন মনে

করো। এয়ারকন্ডিশন থেকে উষ্ণ তো আর কিছুই হয় না। তারপর হয় ফার্স্টক্লাস। তাই এবার বাবা বলছেন যে, তুমি এয়ারকন্ডিশনের সূর্যবংশী পদ প্রাপ্ত করবে না চন্দ্রবংশীর ফার্স্টক্লাস? তার থেকে কম তো আবার সেকেন্ড ক্লাসে ক্রমানুসারে ওয়ারিস তৈরী হবে তখন তুমি পেছনে পেছনে এসে রাজস্ব প্রাপ্ত করবে। নয় তো আবার থার্ড ক্লাস প্রজাদের, তার মধ্যেও টিকিট রিজার্ভ থাকে। ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ, সেকেন্ডক্লাস রিজার্ভ, ক্রমানুসারে দরজা থাকে, তাই না। বাকী সুখ তো সেখানে আছেই। আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্ট (বগী) তো হয়, তাই না। বিত্তশালীরা (সাহকার)তো এয়ারকন্ডিশন টিকিট নেয়। তোমাদের মধ্যে বিত্তশালীতে (সাহকার) কে পরিনত হবে? যারা সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেয়। বাবা এই সবকিছু আপনার। ভারতেই মহিমা গাওয়া আছে যে, সওদাগর, রত্নাগর, জাদুকর এই মহিমা হলো সব বাবার নাকি কৃষ্ণের! কৃষ্ণ তো অধিকার প্রাপ্ত করে, সত্যযুগে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করে, কারণ সেও বাবার হয়েছে। প্রালঙ্ক কোথার থেকে তো প্রাপ্ত হয়েছে হবে, তাই না। লক্ষ্মীনারায়ণ সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করে। এবার তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবে জানো যে অবশ্যই তারা অতীতে প্রালঙ্ক তৈরী করেছে। নেহেরুর প্রালঙ্ক কত ভালো ছিল। ভালো কর্ম করেছিল, আর বিনা মুকুটের ভারতের বাদশাহ ছিল। ভারতের মহিমা তো অনেক আছে। ভারতের মতন উষ্ণ দেশ আর কোথাও নেই। ভারত হলো পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। এই রহস্য কারোরও বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় না। পরমাত্মাই সকলকে অর্ধকল্পের জন্য সুখশান্তি দিয়ে থাকেন। ভারতই হয় নম্বরওয়ান তীর্থস্থল। কিন্তু ড্রামা অনুসারে এক বাবাকে ভুলে যাওয়ার দরুন সৃষ্টির অবস্থা দেখো কি হয়েছে, এই কারনেই শিববাবা আবার এসেছেন অর্থাৎ শিববাবার অবতরণ হয়েছে। নিমিত্ত তো কাউকে হতে হবে, তাই না। এবার বাবা বলেন যে অশরীরী ভব, নিজেকে আত্মা চিন্তা করো। আমি আত্মা কাঁর সন্তান, এইসব কেউই জানে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না। এদিকে বলেও তারা ও গড ফাদার, দয়া করো। শিবজয়ন্তীও পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, এইসব কারোরও জানা নেই আর এইসব হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। বাবা-ই এসে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বর্ষ তো হয় না। সেই কারণে ঘোর অন্ধকার হলো তো! গীতার উপদেশ কতজন এসে শোনে। কিন্তু যে পড়ান আর যারা পাঠ করে, তারা কিছুই বোঝে না। বাবা কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন। শুধু বাবাকে স্মরণ করো। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতন পরিণত হও। বিষ্ণুকেই সব রকমের অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে, শঙ্খও দেওয়া হয়েছে আর ফুলও দেওয়া হয়েছে। বাস্তুবে দেবতাদের থোড়াই দেওয়া হয়। এইসব অনেক গুহ্য গম্ভীর কথা। সবই হয় ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কি করে দেওয়া হবে, আজ তারা ব্রাহ্মণ হয়, কালই আবার শূদ্র তৈরী হয়। ব্রহ্মাকুমারই শূদ্রকুমারে পরিনত হয়। মায়া দেবী করে না। যদি কোনো গাফিলতি করেছে, বাবার শ্রীমতে না চলেছো, বুদ্ধি খারাপ হয়েছে, তখন মায়া ভালোভাবে চড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। রাগের মাথায় মানুষরা বলে না, যে থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেব, তো মায়া সেকেন্ডে জীবনমুক্তি শেষ করে দেয়। কত ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া গ্রাস করে। দেখতে থাকে কোথায় গাফিলতিতে থাকলে ঝট করে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো এসে পুরোনো দুনিয়ায় মুখ ঘুরিয়ে থাকেন। লৌকিক বাবা অনেকেই গরীব হয়, পুরোনো ঝোপড়ীতে থাকে, আবার নতুন তৈরী করে তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে ব্যস এবার নতুন বাড়ী তৈরী হবে, আবার আমরা গিয়ে বসবাস করবো। এই পুরোনোটা ভেঙ্গে দেব। এবার বাবা তোমাদের জন্য হাতের ওপরে স্বর্গ (বহিস্ত) বা বৈকুণ্ঠ এনেছেন। বলছেন আদরের বাচ্চারা, আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। এই নেত্র দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদের দেখছি। বাবা বোঝাচ্ছেন আমিও ড্রামার অধীন। এমন নয় যে ড্রামা ব্যতীত কিছু করতে পারি। না, বাচ্চারা অসুস্থ হয়

তো এমন নয় যে আমি (শিববাবা) ঠিক করে দেব , অপারেশনের হাত থেকে মুক্ত করে দেব । না , কর্মভোগ তো সকলকেই ভোগ করতে হবে । তোমার ওপরে তো অনেক চাপ বা দায়িত্ব (বোঝা) আছে , কারণ তুমি হলে সবচেয়ে পুরোনো । সতোপ্রধান থেকে একদম তমোপ্রধান পরিনত হয়েছে । এবার তোমরা বাবাকে প্রাপ্ত করেছে , তো বাবার দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করা দরকার । তুমি জানো কল্পে কল্পে ড্রামা অনুসারে আমরা বাবার দ্বারা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করি । যারা সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী ঘরানার হবে , তারা অবশ্যই আসবে । যারা দেবতা ছিল , তারা শূদ্রে পরিণত হয়েছে , আবার তারাই ব্রাহ্মণে পরিণত হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের হবে । এইসব কথা বাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারেন না ।

বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারা খুবই মিষ্টি । তোমরা হলে সেই কল্প পূর্বের আমার সন্তান । আমি কল্পে কল্পে তোমাকে এসে পাঠ পড়াই । কত আশ্চর্যের কথা! নিরাকার ভগবানুবাচ । শরীর দ্বারা সতর্ক থাকবে , তাই না । শরীর আলাদা হলে তো আত্মা সতর্ক থাকতে পারে না । আত্মা আলাদা (ডিট্যাচ) হয়ে যায় । এবার বাবা বলছেন যে অশরীরী ভব ! এমন নয় যে প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে । না , বুঝতে হবে আমি আত্মা হলাম অবিনাশী । আমার আত্মায় চুরাশী জন্মের পাট লিপিবদ্ধ আছে । বাবা নিজে বলেন যে , আমার আত্মাও যা রোল প্লে করে , সেসব পাটও লিপিবদ্ধ আছে । ভক্তিমার্গে সেখানে রোল প্লে করতে হয় আবার জ্ঞানমার্গে এখানে এসে জ্ঞান দিতে হয় । ভক্তিমার্গধারীরা জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানে না । কেউ যদি মদিরা পান না করে তাহলে স্বাদ কি করে জানবে ! সেইরকম জ্ঞানও যখন প্রাপ্ত করে তখনই জানতে পারে । জ্ঞান দ্বারা সঙ্গতি হয় তাহলে অবশ্যই জ্ঞানসাগরই সঙ্গতি করেন । বাবা বলেন আমি হলাম সকলের সঙ্গতিদাতা । সর্বোদয়া লীডার হয় , তাই তো ! কত রকম রকমের হয়ে থাকে । বাস্তবে তো সকলের ওপরে দয়ানীল একমাত্র বাবাই হন । বাবাকে বলা হয় হে ভগবান দয়া করো । তাই তিনি সকলের ওপরে দয়া করেন । বাকী সকলে হলো লৌকিকে (হদে) দয়া করার নিমিত্ত । বাবা তো সারা দুনিয়া বা বিশ্বকে সতোপ্রধানে পরিণত করেন । তার মধ্যে তত্ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যায় । এইসব কাজই পরমাত্মার হয় । তাহলে সর্বোদয়ার অর্থ কত বড় হয় । সকলের ওপরে দয়া করেন যিনি। স্বর্গের স্থাপনায় কেউই দুঃখী হয় না । সেখানে নম্বরওয়ান আসবাব পত্র , বৈভব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে । মশা , মাছি , জানোয়ার ইত্যাদি যারা দুঃখ দেয় , তারা সেখানে হয় না । সেখানেও বড় লোকেদের ঘরবাড়ী অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে । কখনো তুমি মাছি দেখবে না । মশা ইত্যাদিও ঢুকতে পারে না । স্বর্গে কারোর সাহস নেই যে আসতে পারে । অপবিত্র নোংরা করার কোনোও জিনিস সেখানে হয় না । প্রাকৃতিক ফুল ইত্যাদির অনেক সৌরভ থাকে । তোমাকে সূক্ষ্মবতনে বাবা সুবীরস পান করান । এবার সূক্ষ্মবতনে তো কিছুই হয় না । এইসব সাক্ষাৎকার হয় । বৈকুণ্ঠে কত ভালো ভালো ফুলের বাগান হয়ে থাকে । সূক্ষ্মবতনে এইসব খোড়াই থাকে । এইসব হলো সাক্ষাৎকার । এখানে বসে তুমি সাক্ষাৎকার করো ।

গীতও খুব সুন্দর আর ফাস্ট ক্লাস হয় । তুমি জানো যে আমরা বাবাকে পেয়েছি আর কি চাই ? বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের অধিকার প্রাপ্ত করি তো বাবাকে স্মরণ করা দরকার । বাবার মত খুবই বিখ্যাত । শ্রীমত দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম হবো । বাকী হলো সকলের অসূরী মত । এইজন্য তারা জানে না যে সত্যযুগে সदैব সুখ ছিল । লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল । শৈশবে

তারাই রাধে-কৃষ্ণ হয় , তাদের আচার আচরণ কখনোই খারাপ হয় না । স্বর্গে তো সব বাচ্চারাই বড় ফার্স্টক্লাস হয় । চঞ্চলতার কোনো কথাই হয় না ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।  
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :--

১. যখন এই পুরোনো দুনিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছো তো আবার এমন কোনো গাফিলতি কোরো না যে মায়া তোমাকে নিজের দিকে ঘোরায়ে । শ্রীমতের অবজ্ঞা করা উচিত নয় । বাবার দ্বারা পুরো বর্ষা প্রাপ্ত করতে হবে ।

২. বাবাকে নিজের সবকিছু সমর্পণ করে পুরোপুরি উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) হয়ে সত্যযুগী এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করতে হবে । মূল লক্ষ্যকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- শ্রেষ্ঠ মতের আধারে মায়াবী সঙ্গদোষের উর্দ্ধে থাকার জন্য শক্তিস্বরূপ ভব !

বাচ্চাদের একটা অভিযোগ (কমপ্লেইন) থাকে যে , সম্বন্ধীরা শোনে না , সঙ্গ ভালো নয় , এই কারণে শক্তিশালী হতে পারছি না । কিন্তু শ্রেষ্ঠ মতের আধার দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ , শক্তিস্বরূপের বরদানী হয়ে নিজস্ব স্থিতিকে অচল তৈরী করো । সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের রোলকে দেখো । আপন সতোগুনী পার্টে স্থিত থাকো । সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকলে তমোগুনী আত্মার সঙ্গে রং-এর প্রভাব পড়বে না ।

স্লোগান :-- কর্মযোগী তারা হয় , যারা কর্মের কল্প বৃক্ষের ডালে বসে কর্ম করেও উপরাম স্থিতিতে স্থিত থাকে ।